GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE SALBONI
DEPARTMENT OF SANSKRIT
STUDY MATERIAL FOR
BACHELOR OF ARTS (HONOURS) MAJOR IN SANSKRIT
(under CCFUP, 2023)
Course- Major I/ Minor Disc. I
Critical Survey of Sanskrit Literature

Prepared by
PROSENJIT MONDAL
Assistant Professor
DEPT. OF SANSKRIT,GGDC SALBONI

DEPT. OF SANSKRIT

রামায়ণের বিষয়বস্তু ও রামায়ণের রচনাকাল

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে 'আদি কবি' বাল্মীকির 'আদি কাব্য' রামায়ণ। মূল গ্রন্থে প্রতি কাণ্ডের পুষ্পিকায় 'বাল্মীকি মুনি কর্তৃক রচিত আদি কাব্য শ্রীমৎ রামায়ণ' এরূপ উল্লেখ আছে'। কবির কথা অনুযায়ী তাঁর কাব্য রামায়ণ (নামান্তরে রামচরিত, সীতাচরিত, রঘুবীরচরিত, রঘুবংশচরিত অথবা পৌলস্ত্যবধ) অখ্যায় পরিচিত'। কিংবদন্তী অনুযায়ী বাল্মীকি ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে রামকথা অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করেন। রাম-অয়ন অর্থাৎ রাম-চরিত বা রামসম্পর্কিত কাহিনী। মহাভারতের শান্তিপর্বে রাম-উপাখ্যান 'ভার্গব-গীত' নামে কথিত। কালিদাস রঘুবংশে (১৫/৩৩) 'কবি প্রথম-পদ্ধতি' আখ্যায় এর পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরোত্তর কালে বাল্মীকি প্রদত্ত রামায়ণ নামটিই বহুল পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়। বৈদিক পরম্পরার অনুকরণে রামকথা 'রামায়ণ-সংহিতা' বা 'চতুর্বিংশতি সাহস্রী সংহিতা' নামেও কথিত।

বৈদিক সাহিত্যের ধারা যখন যজ্ঞীয় বিধি-নিষেধের নিয়মতন্ত্রে কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত, তখন যজ্ঞীয় দেবভাবনা ও ঔপনিষদিক অধ্যাত্মভাবনার বহিরঙ্গ মানবিক বীরগাথাও লৌকিক ঘটনাশ্রিত ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্যপ্রধান কাহিনী অবলম্বনে নবীন সাহিত্যধারা উন্মোচিত হওয়ার যে সম্ভাবনা, তারই পরিণদ্ধ পরিণতির সার্থক সৃষ্টি বাল্মীকির রামায়ণ। বৈদিক কাহিনীর ঐতিহ্য থেকে মুক্ত রামায়ণ এক নতুন ধারার সাহিত্যকর্ম এবং তারই সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যে এক নব যুগের সূচনা বলতে পারি। রামায়ণ ও মহাভারত যে আদর্শে রচিত এবং কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে যে রূপে আমাদে হস্তগত, কোনও বিশেষ পারিভাষিক বা আলঙ্কারিক অভিধায় সেই সামগ্রিক সাহিত্য সম্ভারের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায় না। রামায়ণকার স্বয়ং তাঁর রচনাকে 'সংহিতা' 'আখ্যান' 'পুরাবৃত্ত' 'ইতিহাস' ও 'কাব্য' বলেছেন; সুতরাং রামকথা যে নিছক কাল্পনিক কাহিনী নয়, বাল্মীকির উক্তিই তার প্রমাণ।

রামায়ণের কবি

রামায়ণের কবি বাল্মীকি কি যথার্থই ঐতিহাসিক পুরুষ অথবা কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ নামমাত্র। বাল্মীকি নামধারী কবিই যে প্রাচীন জনপ্রিয় রামকথার অনুসরণে রামায়ণ কাব্যের রচয়িতা তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। উত্তর কাণ্ডে কবি স্বয়ং ভগবান বাল্মীকি, নামান্তরে ভাগর্ব অথবা প্রচেতার দশম পুত্ররূপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতে বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের কাছে মার্কণ্ডেয় মুনির মুখে বর্ণিত রামোপাখ্যানে রচয়িতা বাল্মীকির উল্লেখ নেই; তবে দ্রোণপর্বে 'মা নিষাদ' শ্লোকের প্রসঙ্গে এবং শান্তি পর্বে বাল্মীকির উল্লেখ আছে।' হরিবংশ, বিষ্ণু, অগ্নি, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে রামকথা কোথাও সবিস্তারে, কোথাও বা সংক্ষেপে বর্ণিত; কিন্তু সর্বত্র রচয়িতার নাম উল্লিখিত নয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে (৫৩/৫৪) রামকাহিনী 'ভার্গব-গীত' নামে উক্ত। কালিদাসের রঘুবংশে বাল্মীকির সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। তিনি রামায়ণকারকে 'প্রাচেতস' বিশেষণে এবং বাল্মীকি নামে অভিহিত করেছেন। অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ উভয় মহাকাব্যেই বাল্মীকির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'ভাগর্ব' অর্থাৎ ভৃগুর বংশধর নামে কবির পরিচয় উক্ত। বৈদিক আখ্যানে ভৃগুর পুত্র চ্যবন (ঋগবেদে চ্যবান)। অর্থাৎ বাল্মীকির পিতা চ্যবন এবং চাবনের পিতা ভৃগু। কারও কারও অনুমান বাল্মীকি নামটি সম্ভবতঃ কবির গোত্রনাম। বাল্মীকির রত্নাকর নাম এবং দস্যুরূপে রামনাম জপের দ্বারা পাপক্ষালন ও দৈব অনুগ্রহে আদিকবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ প্রভৃতি কাহিনী বাল্মীকির মূল কাহিনীর সঙ্গে পরবর্তী কালের সংযোজন মাত্র।' প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী কবি দীর্ঘ তপস্যা আচরণের সময় বল্মীকে অর্থাৎ উইঢিবিতে আবৃত হলে বাল্মীকি নামে পরিচিত হন। তবে এরূপ গল্প রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির সম্পর্কেই প্রযোজ্য এমন নয়; ঋগ্বেদে ভৃগুর পুত্র চ্যবান ঋষির গল্পেও পূর্বোক্ত আঙ্গিক ব্যবহৃত। রামায়ণে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে বাল্মীকির জীবৎকালেই রামায়ণের ঘটনা ঘটেছিল; অযোধ্যার দক্ষিণে তমসা নদীর তীরে মুনির আশ্রম ছিল, লক্ষ্মণ রামের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়ে ঐ আশ্রমের কাছাকাছি সীতাকে পরিত্যাগ করেন। তারপর বাল্মীকি সীতাকে আপন আশ্রমে পালন করেন এবং তাঁর আশ্রমেই লব ও কুশের জন্ম, লালনপালন ও বাল্যশিক্ষা সম্পন্ন হয়। বাল্মীকির জীবনী সম্পর্কে এতদতিরিক্ত বিশ্বাসযোগ্য কোনও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় না।

বাল্মীকির মূল গ্রন্থ ও বর্তমান রামায়ণ

প্রাচীন ভারতে মহৎ ও ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসরূপে রামকথা ও কৃষ্ণকথা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধর্মীয় পুরাবৃত্ত। সম্ভবতঃ বাল্মীকির পূর্বেই রামকথা শ্রুতিপরম্পরায় মৌখিক কবিতার আকারে গাথারূপে লোকসমাজে পরিচিত ছিল। বৈদিক অনুষ্ঠানে লোকপূজ্য বীর ধর্মাত্মা ব্যক্তিদের আখ্যান নারাশংসী সূক্ত ও গাথার মূল বর্ণনীয় কাহিনীরূপে সর্বসমক্ষে পাঠ করার প্রচলন ছিল, সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত। ভৃগুর বংশধর চ্যবন সম্ভবতঃ বাল্মীকির পূর্বেই এই কাহিনীর

DEPT. OF SANSKRIT

সাহিত্যরূপ দান করেছিলেন। বাল্মীকির উক্তি অনুযায়ী কুশ ও লব অযোধ্যার রাজসভায় মুনিঋষি, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বিদ্বজ্জনের সমাবেশে পূর্বশিক্ষামত রামকাহিনী গান করে শুনিয়েছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে আলোচ্য কাহিনী সাহিত্যে উপনিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে মৌখিকভাবে গীত হত।

বৈদিক সাহিত্যে ইক্ষবাকু, রঘু, রাম, জনক প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। বেদে সীতা কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা কৃষির রূপক।" রামায়ণে সীতার জন্মের একটি কল্পকাহিনী পাওয়া যায়- যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে লাঙ্গলের ফলার দ্বারা সীতা উত্থাপিতা। তবে বৈদিক সাহিত্যে উপলব্ধ জনক, রাম, সীতা প্রভৃতি নামগুলির সঙ্গে রামায়ণের তন্নামক প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় না। বৈদিক ও রামায়ণী সীতার মধ্যে অতিকথার (myth) আকারে ক্ষীণ যোগ হয়ত আছে, তবে রামায়ণের সীতা, বাম প্রভৃতি চরিত্র বেদে দুর্লভ। রামায়ণে প্রদত্ত কিংবদন্তী অনুযায়ী বাল্মীকি নারদকে শ্রেষ্ঠ মানুষের কথা জিজ্ঞাসা করায় নারদ দুর্লভগুণযুক্ত নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রমার কথাই উল্লেখ করেন এবং ব্রহ্মার আদেশে রামচরিত 'রামায়ণ' নামে বাল্মীকির লেখনীতে বর্ণিত হয়।

ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রথম যুগের দুই মহাকবি অশ্বঘোষ ও কালিদাস বাল্মীকির রচনাকে আদিকাব্য বলেছেন। পরবর্তী খ্যাত-অখ্যাত কবি-নাট্যকার-প্রাবন্ধিকগণ আদিকবি বাল্মীকি ও তদ্রচিত আদিকাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রামায়ণপ্রসিদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে তমসাতীরে ব্যাধের দ্বারা বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে ক্রৌঞ্চীর বিরহদুঃখে করুণারচিন মুনির কণ্ঠ থেকে সহসা যে ছন্দোবদ্ধ বাণী নির্গত হয়েছিল তাই প্রথম শ্লোক, আ কবিতা। অন্যের দুঃখে অভিভূত কবির মর্মবেদনার বাত্ময় প্রকাশই রামায়ণের বাপী তাই কবি বলেছেন শোক থেকে শ্লোকের জন্ম। উক্ত প্রসঙ্গের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্ভবত এই যে, বাল্মীকি দুঃখময় কারুণ্যর সন্নিগ্ধ রামকথার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় কাব্যরচন অনুপ্রাণিত হন"।

বাল ও উত্তর কাণ্ডের সমগ্র অংশই অপ্রসাঙ্গিক বা অবান্তর নয়। মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে রামকথার সংক্ষিপ্তসার বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মুখে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বর্ণিত; সুতরাং সেইসব কাহিনীর মধ্যে মৌল কাঠামোতে হুবহু মিল না থাকা আশ্চর্য নয়। ধ্বন্যালোকে (৫ম পরিচ্ছেদ) আনন্দবর্ধন এবং কুন্দমালা নাটকে (৬/১৪) নাট্যকার যথাক্রমে সীতাবিয়োগ এবং সীতা-পরিত্যাগ পর্যন্ত কাহিনীকেই বাল্মীকির রচনারূপে স্বীকার করেছেন।

রামায়ণের বিষয়বস্তু

কোশলের রাজধানী অযোধ্যায় রাজত্ব করেন সূর্য বংশের স্বনামধন্য রাজা দশরথ। তাঁর প্রধানা তিন মহিষী-কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কিন্তু তাঁদের কোনও সন্তান নেই। কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে দশরথ পুত্রলাভের কামনায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির তত্ত্বাবধানে যজ্ঞের আয়োজন করলেন। তারপর যথাক্রমে তিন সন্তান লাভ করলেন। কৌশল্যার পুত্র রাম, সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ ও

DEPT.OF SANSKRIT

শত্রুঘ্ন এবং কৈকেয়ীর পুত্র ভরত। কিছুকাল পর বিশ্বামিত্র মুনি দশরথের কাছে উপস্থিত হয়ে রাক্ষসদের অত্যাচার নিবারণের জন্য রাম-লক্ষ্মণের সাহায্য চাইলেন। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও দশরথ দুই পুত্রকে মুনির সঙ্গে তাঁর আশ্রমে পাঠালেন। তাড়কা, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসদের বধ করে রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাজা জনকের রাজধানী মিথিলায় উপস্থিত হলেন। জনক তখন পালিতা কন্যা সীতার স্বয়ংবরের আয়োজন করেছেন। স্বয়ংবর সভায় হরধনু ভঙ্গ করে রাম সীতাকে বিবাহের শর্ত পালন করলেন। বিশ্বামিত্রের প্রস্তাবমত দশরথকে মিথিলায় উপস্থাপিত করে তাঁর তত্ত্বাবধানে রাম-সীতা, লক্ষ্মণ-উর্মিলা, ভরত-মাণ্ডবী এবং শত্রুঘ্ন-শ্রুতকীর্তির বিবাহ সম্পন্ন হল। সীতা ও ঊর্মিলা জনকের কন্যা এবং মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা। অতঃপর রাজপুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে নিয়ে দশরথ অযোধ্যায় ফিরলেন। সেখানে দীর্ঘ বার বছর আনন্দে অতিবাহিত হল।

তারপর যথা সময়ে দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করতে চাইলেন। রামের অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। হঠাৎ কৈকেয়ী স্বামীর পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিমত তাঁর কাছে দুটি বর চাইলেন-রামের চোদ্দ বছর বনবাস এবং ভরতের জন্য অযোধ্যার সিংহাসন। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমনে প্রস্তুত হলেন; সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁর অনুগামী হলেন।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অযোধ্যা পরিত্যাগ করে তমসা নদীর তীরে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করলেন। পরদিন পথিমধ্যে গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল; অতঃপর তাঁরা গঙ্গা পার হয়ে চিত্রকূটে পৌঁছালেন। অন্যদিকে অযোধ্যায় রামের বিচ্ছেদদুঃখে বৃদ্ধ রাজা প্রাণ ত্যাগ করেছেন; তখন ভরতকে মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় আনা হল। সমগ্র ঘটনার জন্য ভরত মাতাকে ভর্ৎসনা করলেন; তারপর তিনি রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে সদলবলে রামের অনুসন্ধানে যাত্রা করলেন। ভরত ও রামের সাক্ষাৎ হল। ভরতের অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও রাম অযোধ্যায় ফিরতে অসম্মত হলেন। তখন ভরত তাঁর পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্য প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন।

অন্যদিকে লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে নিয়ে রাম অত্রি মুনির আশ্রম থেকে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি বিরাধ রাক্ষসকে বধ করে সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পঞ্চবটী বনে আগমন করলেন এবং সেখানেই কুটীর নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন। রাবণের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা রাম-লক্ষ্মণে তারুণ্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং তাঁদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন। লক্ষ্মণ তাঁর নাসাকর্ণ ছেদন করলেন। তখন শূর্পণখার ভ্রাতা খর সসৈন্যে রামকে আক্রমণ করলেন। খর ও তার সৈন্যগণ পরাজিত ও নিহত হল। শূর্পণখার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রাবণ সীতাহরণের পরিকল্পনা করলেন। রাক্ষস মারীচের ছলনায় রাম ও লক্ষ্মণ প্রতারিত হলে রাবণ ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করলেন। জটায়ুর মুখে

DEPT. OF SANSKRIT

সীতাহরণের সংবাদ শুনে মর্মাহত রাম করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে ঋষ্যমুক পর্বতে গমন করলেন।

অবশেষে রাম ও লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরের তীরে উপস্থিত হলেন। কিষ্কিন্ধ্যায় বানররাজ বালীর ভ্রাতা সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের মৈত্রী স্থাপিত হল। বালী সুগ্রীবকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে ভ্রাতৃবধূকে অঙ্কশায়িনী করে রাজত্ব করছিলেন। রাম সুগ্রীবকে তাঁর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বিনিময়ে সুগ্রীবও সীতা উদ্ধারের জন্য রামকে সাহায্য করতে অঙ্গীকার করলেন। রাম অন্যায় যুদ্ধে বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অতঃপর সুগ্রীব আপন বানর- সেনাদলকে সংঘবদ্ধ করে সীতার সন্ধানে চর পাঠালেন। বানর-সেনাপতি হনুমান সীতাকে খুঁজতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করলেন। তিনি সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন।

রাবণের অন্তঃপুরে সীতার সন্ধান না পেয়ে হনুমান অশোক বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে সীতা রাক্ষসীদের হাতে বন্দিনী। সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সত্বর তাঁকে উদ্ধারের পরিকল্পনা জানিয়ে হনুমান তাঁর অভিজ্ঞান সঙ্গে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় রামের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাম লঙ্কা অভিযানের পরিকল্পনা করে সমুদ্রের ওপর সেতু বন্ধনের জন্য সুগ্রীবকে পরামর্শ দিলেন। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল। রাবণ তাঁর অনুজ বিভীষণ এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। বিভীষণ রাবণকে এই ভয়ঙ্কর কর্মের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে তাঁর দ্বারা ভর্ৎসনা লাভ করলেন; তাই তিনি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করে রামের পক্ষ অবলম্বন করলেন। সেতুবন্ধনের পর সুগ্রীব ও বিভীষণের সাহায্য নিয়ে রাম সসৈন্যে লঙ্কা অবরোধ করলেন। যুদ্ধে রাবণ সবংশে নিহত হলেন। সীতাকে উদ্ধার করে রাম বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। অতঃপর সীতার চরিত্র সম্পর্কে লোকনিন্দার অপবাদ মোচনের জন্য অগ্নি-পরীক্ষার আয়োজন হল। সীতা অলৌকিক উপায়ে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলেন। সীতাসহ রাম- লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

অযোধ্যায় ফিরে রাম রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর সীতার চরিত্র সম্পর্কে দুর্মুখ প্রজাদের নিন্দা রামের কর্ণগোচর হল। রাম কর্তব্যের খাতিরে সীতাকে বিসর্জন দিলেন। পরিত্যক্ত সীতা বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করলেন। সেখানে তাঁর যমজ পুত্র লব ও কুশের জন্ম হল। কিছুকাল পর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। বাল্মীকি মুনি লব-কুশকে সঙ্গে করে অযোধ্যায় রামের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হলেন। লব- কুশ সমবেত সুধীমণ্ডলীকে রামায়ণ গান শোনালেন। তাদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করে রাম দূতের দ্বারা সীতাকে রাজসভায় আনলেন। সীতা ক্ষোভে অপমানে পাতাল প্রবেশ করলেন। সীতাবিয়োগে রাম শোকে অন্মহারা হলেন; তিনি সীতার স্বর্ণপ্রতিমা নির্মাণ করে বহু যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। রামরাজ্যে প্রজারা

DEPT. OF SANSKRIT

সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল। তারপর গার্দ্যের মুখে যুধাজিতের বার্তা পেয়ে রাম, ভরত ও ভরতের দুই পুত্রের সৈনাপত্যে সিন্ধুতীরবর্তী গান্ধর্ব রাজ্য জয় করলেন; স্বয়ং কারাপথ জয় করে লক্ষ্মণের দুই পুত্রকে সেই দেশের রাজা করলেন। একদা মহাকাল তপস্বীর ছদ্মবেশে রামের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পৃথিবী ত্যাগ করে পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারপর লক্ষ্মণ সরযূ নদীর তীরে দেহত্যাগ করলেন। অবশেষে রাম কুশ ও লবকে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করে মহাসমারোহে সরযূতীরে গেলেন এবং নদীতে স্নান করে বিষ্ণুরূপে স্বর্গে গমন করলেন।

রামায়ণের রচনাকাল

রামায়ণ ও মহাভারত যে রূপে আমাদের নিকট উপলব্ধ, সেই রূপে উভয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনাপূর্বক রচনাকাল ও কালানুক্রমিক পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা দুষ্কর কর্ম। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে রামায়ণ ত্রেতাযুগে এবং মহাভারত দ্বাপর যুগের রচনা। বৈদিক সাহিত্যে রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনীর উল্লেখ কুত্রাপি নেই। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক থেকেই রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে জাতকের গল্প, চরিতকাব্য প্রভৃতি লেখা শুরু হয়। বাল্মীকিরচিত মূল রামায়ণ ব্যাসরচিত মূল মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। উভয় কাহিনীর বৈশিষ্ট্য, রচনারীতি, মহাভারতে রামকথায় সামগ্রিক বা আংশিক উল্লেখ, আদি কাব্যরূপে রামায়ণের ঐতিহ্য, রামায়ণে মহাভারতের কাহিনী, চরিত্র অথবা তথ্যাদির অনুল্লেখ প্রভৃতি বিষয়ের বিবেচনায় রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশেষজ্ঞদের অনুমান মহাভারতের সম্পূর্ণতা লাভের পূর্বেই বাল্মীকির রচনা বিশেষ পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল। ২৪০০০ শ্লোকে নিবদ্ধ বাল্মীকির মূল রচনা এবং রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা করার পক্ষে ও বিপক্ষে বহু পরস্পর বিরোধী যুক্তিতর্কের সম্ভাবনা থাকলেও আনুমানিক কাল নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন-

ক. রামায়ণে বুদ্ধ অথবা তাঁর, ধর্ম কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যের কোনওরূপ উল্লেখ বা প্রভাব নেই।

খ. বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে রামকাহিনীর বিভিন্ন রূপ চিত্রিত। বৌদ্ধ ও জৈন রামকাহিনীগুলি বাল্মীকীবর্ণিত কাহিনীর অনুসারী না হলেও রামায়ণের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। ত্রিপিটক বা প্রাচীন পালি গ্রন্থে রামায়ণের উল্লেখ নেই।

গ. সংস্কৃত সাহিত্যের দুই প্রাচীন কবি অশ্বঘোষ ও কালিদাসের রচনায় বাল্মীকির উল্লেখ যেমন আছে, তেমনি তাঁর রচনারীতির বিলক্ষণ প্রভাব বিদ্যমান।

ঘ. রামায়ণ প্রাচীন উপনিষদগুলির পরবর্তী রচনা।

ঙ. অযোধ্যার 'সাকেত' নামকরণ এবং মিথিলা ও বিশালার 'বৈশালী' নামকরণ বৌদ্ধ যুগে সম্পন্ন; সুতরাং বাল্মীকি বুদ্ধের পূর্ববর্তী।

DEPT. OF SANSKRIT

চ. রামায়ণে হোমারের মহাকাব্য অথবা কোনওরূপ গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত নয়।**

ছ. বাল্মীকির ভাষা পাণিনীয় সংস্কৃতের যথার্থ আদর্শ নয়; সুতরাং বাল্মীকি পাণিনির কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বে বাল্মীকির মূল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ ২য় খ্রীঃ শতকের পূর্বেই মূল রামায়ণ বর্তমান রূপ লাভ করেছিল।

DEPT. OF SANSKRIT